দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR 13 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইসলামাবাদে সার্ক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকের প্রস্তাব

দিল্লীতে পাক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বার্তা

অমিত বসু, কলকাতা থেকে ॥ ইসলামাবাদে সার্ক তথ্যমন্ত্রীদের বৈঠক শেষ হতে না হতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের তোড়জোড় শুরু করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মইনউদ্দিন হায়দার মঙ্গলবার দিল্লীতে যে বার্তা পাঠিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, সার্কের সাতটি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা যদি দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বৈঠকে বসেন তাহলে সামগ্রিকভাবে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। সন্ত্রাসবাদ, মাদকদ্রব্য চোরাচালান, অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং ভিসা সমস্যা সমাধানের রাস্তাও পাওয়া যেতে পারে।

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই প্রস্তাব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে। এখনও কোন প্রতিক্রিয়া জানায়নি। দু'দিন আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানিকে পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি সরাসরি না বলে দিয়েছেন। আদভানির আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের পর পাকিস্তান অন্য রাস্তায় তাঁকে টেনে আনার চেষ্টা করছেন। পাকিস্তানের ডাকে সাড়া না দিলেও সার্ক বৈঠকের আমন্ত্রণ আদভানির পক্ষে ফেরানো কঠিন হবে। আদভানি পাকিস্তানে না যাওয়ার পিছনে যে যুক্তি দেখিয়েছেন তাতে নতুনত্ব কিছু নেই। সেই পুরনো কথারই পুনরাবৃত্তি। তিনি বলেছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে কথা বলে এখন কোন লাভ নেই। সন্ত্রাসবাদ দমনের যে অঙ্গীকার তারা করেছে, তা পালন করলেই হবে। এই কথার অর্থ পাকিস্তানের ওপর কূটনৈতিক চাপ অব্যাহত রাখা। দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও বিচ্ছিন্ন। এমনকি রেডিও-টিভি মারফত যে যোগাযোগ ছিল তাও বন্ধ। ভারতের টিভি চ্যানেলের কোন অনুষ্ঠান পাকিস্তানে দেখানো হচ্ছে না। পাকিস্তান টিভির অনুষ্ঠান অবশ্য গুজরাট বাদে কেবলের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে।

ভারতের তথ্যমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বলেছেন, প্রচার মাধ্যমেও যোগাযোগ সহজ না হলে দ্বিপাক্ষিক দূরত্ব আরও বাড়বে। পাকিস্তান সুষমার যুক্তি মানলেও এখনও এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি। গুজরাট ও অযোধ্যা নিয়ে যা ঘটছে পাকিস্তানের টিভিতে সেই ছবি ফুটে উঠলে প্রতিক্রিয়া কি হবে তা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন। তবে সুষমা পাকিস্তানে যাওয়ার পর বরফ অনেকটাই গলেছে। যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা ভাঙ্গার কাজ শুরু হয়েছে। সার্ক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক হলে অনেক অকথিত প্রসঙ্গ উঠে আসবে।

সীমান্ত নিয়ে সাত দেশেরই যথেষ্ট মাথাব্যথা রয়েছে। পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকলে সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অসম্ভব। এই বৈঠক যদি পাকিস্তানে না হয়ে অন্য কোথাও হয় ক্ষতি নেই। তবে হওয়া যে উচিত আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহল সে ব্যাপারে এক শ' ভাগ নিশ্চিত।